অনুগ্রহ, প্রেম ও সহভাগিতা

পাঠ ১৩, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

“প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
অনুগ্রহ, ও ঈশ্বরের
প্রেম, এবং পবিত্র
আত্মার সহভাগিতা
তোমাদের সকলের
সহবর্তী হউক।”
(২ করিন্থীয় ১৩:১৪)

পৌলের লেখা চিঠিগুলোর সমাপ্তিতে সবচেয়ে প্রচলিত যে বাক্যটি—যা তাঁর ১৪টি চিঠির মধ্যে ১৩টিতেই সামান্য রদবদলসহ ব্যবহৃত হয়েছে—তা হলো: "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক" (রোমীয় ১৬:২৪; ১ করিন্থীয় ১৬:২৩; গালাতীয় ৬:১৮; ইফিষীয় ৬:২৪; ফিলিপীয় ৪:২৩; কলসীয় ৪:১৮; ১ থিষলনীকীয় ৫:২৮; ২ থিষলনীকীয় ৩:১৮; ১ তীমথিয় ৬:২১; ২ তীমথিয় ৪:২২; তীত ৩:১৫; ফিলিমন ১:২৫; ইব্রীয় ১৩:২৫)।

তবে, করিন্থীয়দের কাছে লেখা দ্বিতীয় চিঠিতে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম তুলে ধরেছেন। তাঁর বিদায়-সম্বোধনে ঈশ্বরত্বের সকল সত্তার—অর্থাৎ পুত্র, পিতা ও পবিত্র আত্মার—অনুগ্রহ, প্রেম ও সহভাগিতার উল্লেখ রয়েছে (২ করিন্থীয় ১৩:১৪)।

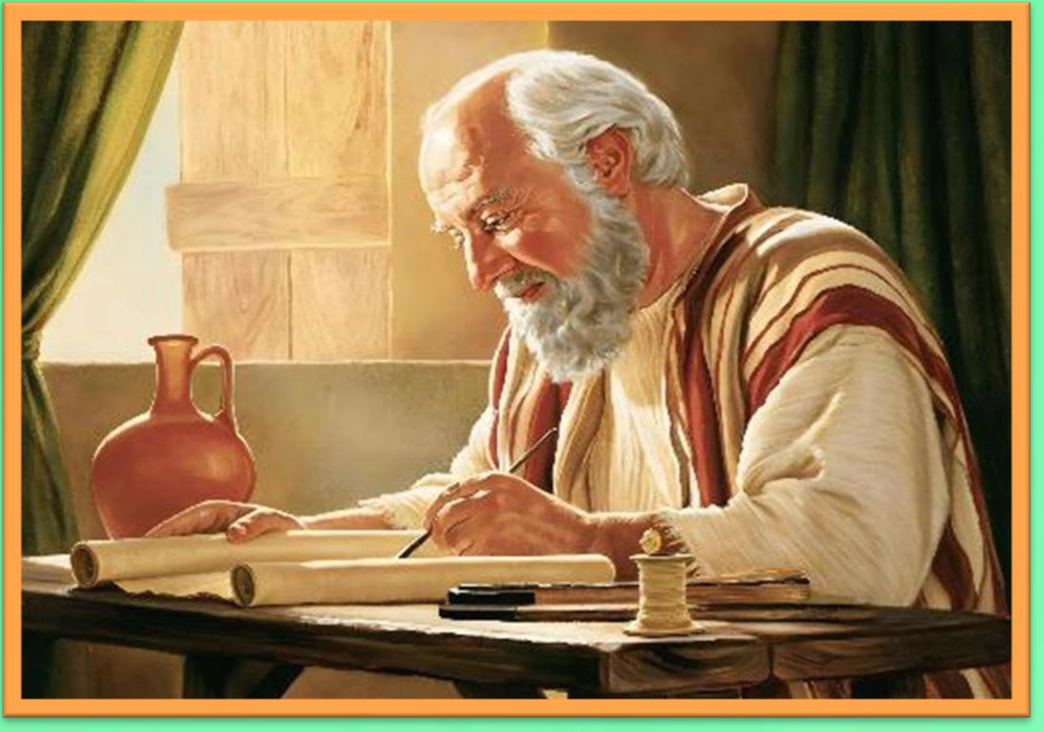

"প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ"

"ঈশ্বরের ভালবাসা"

"পবিত্র আত্মার সহভাগিতা"

"আপনাদের সবার সাথে থাকুন।"

“"প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ"”

“কেননা তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ জ্ঞাত আছ; তিনি ধনবান হইলেও তোমাদের নিমিত্ত দরিদ্র হইলেন, যেন তোমরা তাঁহার দরিদ্রতায় ধনবান হও।” (২ করিন্থীয় ৮:৯)

পৌল করিন্থীয়দের কাছে লেখা তাঁর দ্বিতীয় পত্রটি যীশুর অনুগ্রহের উল্লেখ দিয়ে শুরু ও শেষ করেছেন (২ করিন্থীয় ১:২; ১৩:১৪)। এই অনুগ্রহের বিষয়বস্তু কী?

তিনি স্বর্গের অনন্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করে দরিদ্র হলেন, যেন আমরা তাঁর ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী হতে পারি (২ করিন্থীয় ৮:৯)।

তিনি আমাদের জগতে বিচরণ করেছিলেন যেন আমরা তাঁকে জানতে পারি, তাঁকে ভালোবাসতে পারি এবং তাঁর অনুকরণ করতে পারি (যোহন ১৫:১২)

আমাদের পাপ ক্ষমা করতে ও অনন্ত জীবন দিতে তিনি নিজেকে নত করেছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিলেন (ফিলিপীয় ২:৮)।

আমরা যারা তাঁর কৃপা লাভ করি তাদের কি হবে?

- আমরা ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছি (রোমীয় ৩:২৪; ইফিষীয় ১:৭)
- আমরা প্রত্যাশায় আনন্দ করি (রোমীয় ৫:২)
- আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে শক্তি লাভ করি (২ করিন্থীয় ১২:৯)।
- পাপ আমাদের উপর কর্তৃত্ব করে না (রোমীয় ৬:১৪)
- আমরা যীশুর সঙ্গে জীবনে রাজত্ব করব (রোমীয় ৫:১৭, ২১)

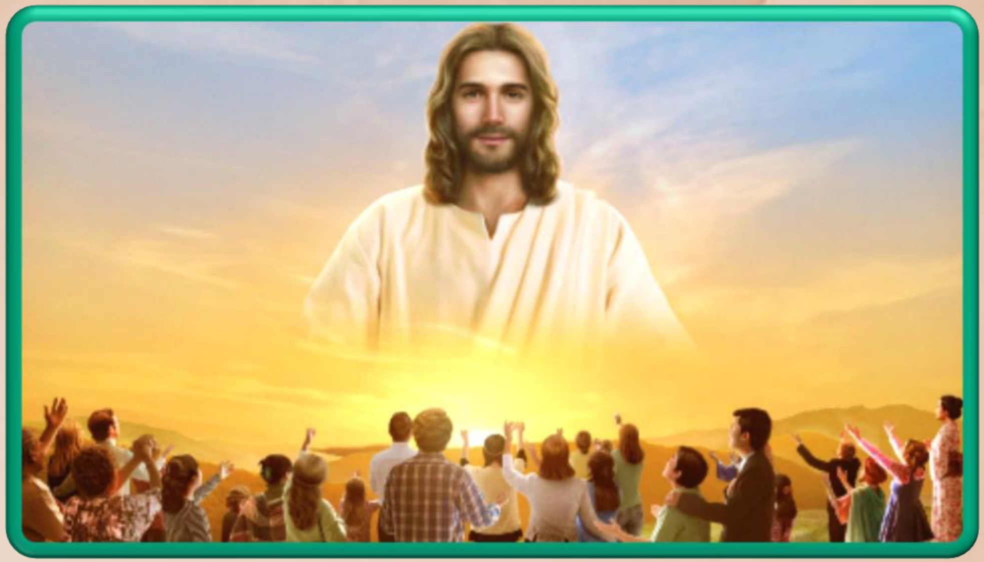

“ঈশ্বরের প্রেম” (১)

“যে প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রেম।” (১ যোহন ৪:৮)

বাইবেল জোর দিয়ে ঘোষণা করে যে ঈশ্বর হলেন প্রেম (১ যোহন ৪:৮)। তিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টির ওপর সেই প্রেম বর্ষণ করেছেন। আমরা তা দেখতে পাই আমাদের নিজেদের হৃদয়ে; পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যকার সম্পর্কে; সুন্দর ফুলে; এবং সুমধুর কণ্ঠের পাখিদের মধ্যে।

পৌল করিন্থীয়দের (এবং অবশ্যই আমাদেরও) শিখিয়েছেন যে, প্রেম গড়ে তোলে (১ করিন্থীয় ৮:১); প্রেম ছাড়া কোনো কিছুরই মূল্য নেই (১ করিন্থীয় ১৩:১-৩); এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা সেই প্রেম নিয়েই সবকিছু করা উচিত (১ করিন্থীয় ১৬:১৪)।

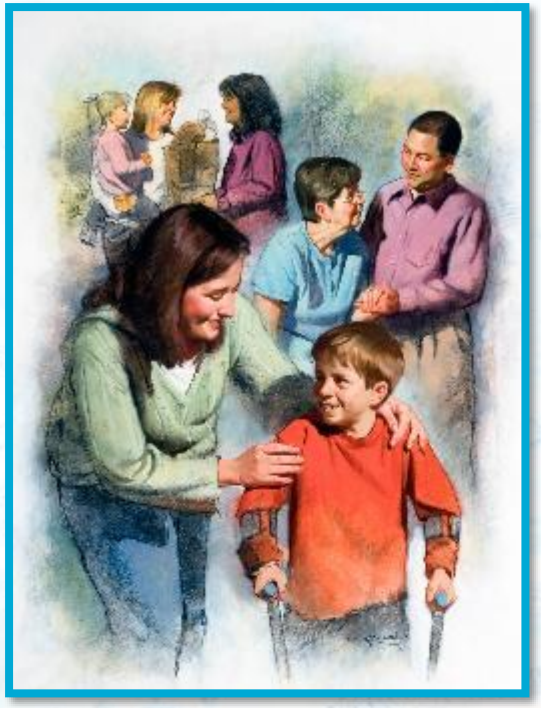

তবে নিঃসন্দেহে, ঈশ্বরের প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখা যায় আমাদের পাপের জন্য যীশুকে বলিদান হিসেবে উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে (যোহন ৩:১৬)।

এই দৃষ্টান্ত আমাদেরকে অন্যদের প্রতি সেই একই ভালোবাসায় আচরণ করতে শেখায়, যা ঈশ্বর আমাদের প্রতি দেখিয়েছেন (১ যোহন ৩:১৬)।

“ঈশ্বরের প্রেম” (২)

“অবশেষে বলি, হে ভ্রাতৃগণ, আনন্দ কর, পরিপক্ক হও, আশ্বাস গ্রহণ কর, একভাববিশিষ্ট হও, শান্তিতে থাক; তাহাতে প্রেমের ও শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন।” (২ করিন্থীয় ১৩:১১)

পৌল ঈশ্বরকে বহুমুখীভাবে তুলে ধরেছেন:

- “ধৈর্যের ঈশ্বর” (রোমীয় ১৫:৫)
- “আশার ঈশ্বর” (রোমীয় ১৫:১৩)
- “শান্তির ঈশ্বর” (রোমীয় ১৫:৩৩)
- “ঈশ্বর [...] করুণাময়” (২ করিন্থীয় ১:৩ক)
- “সকল সান্ত্বনার ঈশ্বর” (২ করিন্থীয় ১:৩খ)
- “প্রেমের ঈশ্বর” (২ করিন্থীয় ১৩:১১)

পিতা ঈশ্বর আমাদের তাঁর ভালোবাসা দেন (১ যোহন ৩:১)

সেই খ্রীষ্ট ঈশ্বর তাঁর প্রেম দিয়ে আমাদের সমস্ত পূর্ণতায় পূর্ণ করেন (ইফিষীয় ৩:১৯)

ঈশ্বর শুধুমাত্র এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নন, কিন্তু তিনিই সেই উৎস যেখান থেকে এগুলি আমাদের মধ্যে উৎপন্ন হয়।

যেমন আমরা দেখেছি, ঈশ্বর প্রেম, কিন্তু তিনি প্রেমের ঈশ্বরও, অর্থাৎ:

যে, ঈশ্বর পবিত্র আত্মা আমাদের ওপর তাঁর প্রেম বর্ষণ করেন (রোমীয় ৫:৫)

"পবিত্র আত্মার সহযোগীতা"

"প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ও ঈশ্বরের প্রেম, এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সহবর্তী হউক।" (২ করিন্থীয় ১৩:১৪)

পৌল চান যেন তাঁরা আমাদের সঙ্গে থাকেন: একজন ব্যক্তির (প্রভু যীশু খ্রীষ্টের) অনুগ্রহ; একজন ব্যক্তির (ঈশ্বরের) প্রেম; এবং সহভাগিতা… কোনো শক্তির, নাকি কোনো ব্যক্তির? (২ করিন্থীয় ১৩:১৪)। সামঞ্জস্য বজায় রাখার স্বার্থে বলা যায়, পল এখানে একজন ব্যক্তির (পবিত্র আত্মার) কথাই বলছেন, কোনো শক্তির কথা নয়।

করিন্থীয়দের কাছে লেখা চিঠিপত্রগুলোতে পবিত্র আত্মা সম্পর্কে ৪০ বারেরও বেশি উল্লেখের ক্ষেত্রে, পৌল তাঁকে কেবল ঈশ্বর থেকে নির্গত কোনো শক্তি হিসেবে নয়, বরং ব্যক্তিগত গুণাবলি-সম্পন্ন সত্তা হিসেবে তুলে ধরেছেন:

- মিশনের জন্য লোকদের প্রস্তুত করুন (১ করিন্থীয় ২:৪)
- তিনি আমাদের কাছে ঈশ্বরের গভীর বিষয়সমূহ প্রকাশ করেন। (১ করিন্থীয় ২:১০)
- তিনি আমাদের শিক্ষা দেন (১ করিন্থীয় ২:১৩)
- তিনি আমাদের মধ্যে বাস করেন (১ করিন্থীয় ৩:১৬)
- আমাদের ধার্মিকতার জন্য খ্রীষ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করুন (১ করিন্থীয় ৬:১১)
- তিনি আত্মিক বরদান করেন (১ করিন্থীয় ১২:৭-১১)
- তিনি পরিত্রাণের জন্য আমাদের ওপর সিলমোহর দেন (২ করিন্থীয় ১:২২)।
- আমাদের হৃদয়ে ব্যবস্থা (বা নিয়ম) লিখিত করা (২ করিন্থীয় ৩:৩)
- তিনি খ্রীষ্টে আমাদের নতুন জীবন দান করেন (২ করিন্থীয় ৩:৬)।
- তিনি আমাদের পাপ থেকে মুক্তি দেন (২ করিন্থীয় ৩:১৭)

"তোমাদের সকলের সহবর্তী হোক"

"পিতর, যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত- পন্ত, গালাতিয়া, কাপ্পাদকিয়া, এশিয়া ও বিথুনিয়া দেশে যে ছিন্নভিন্ন প্রবাসিগণ পিতা ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান অনুসারে আত্মার পবিত্রীকরণে আজ্ঞাবহতার জন্য ও যীশু খ্রীষ্টের রক্ত প্রোক্ষণের জন্য মনোনীত হইয়াছেন, তাহাদের সমীপে।অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুররূপে তোমাদের প্রতি বর্ত্তুক।"
(১ পিতর ১:১-২)

যদিও আমরা ত্রিত্ববাদকে (তিনজন ঐশ্বরিক সত্তা, এক ঈশ্বর) "পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা" (মথি ২৮:১৯)—এই ক্রমানুসারে উল্লেখ করতে অভ্যস্ত, তবুও পৌল একে "পুত্র, পিতা ও পবিত্র আত্মা" (২ করিন্থীয় ১৩:১৪) এবং পিতর "পিতা, পবিত্র আত্মা ও পুত্র" (১ পিতর ১:২) হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

তাদের মধ্যে কোন শ্রেণিবিন্যাস নেই; প্রত্যেকে পরিত্রাণের পরিকল্পনায় ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে, কিন্তু সকলেই একই বৈশিষ্ট্য এবং উদ্দেশ্য ভাগ করে নেয়।

অনুগ্রহ			প্রেম			সহভাগিতা		
পিতার কাছ থেকে (১ করিন্থীয় ১:৩)	পুত্রের কাছ থেকে (১ করিন্থীয় ১:৩)	পবিত্র আত্মা থেকে (হিব্রীয় ১০:২৯)	পিতার কাছ থেকে (১ যোহন ২:১৫)	পুত্রের কাছ থেকে (রোমীয় ৮:৩৫)	আত্মার পক্ষ থেকে (রোমীয় ১৫:৩০)	পিতার কাছ থেকে (১ যোহন ১:৩)	পুত্রের কাছ থেকে (১ যোহন ১:৩)	পবিত্র আত্মা থেকে (ফিলিপীয় ২:১)

অতএব, পৌল এই ইচ্ছা প্রকাশ করে তাঁর পত্রের উপসংহার টানেন যে, সমগ্র ঈশ্বরত্বের অনুগ্রহ, প্রেম ও সঙ্গ আমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক (২ করিন্থীয় ১৩:১৪)।

EGW (Evangelism, p. 615)

"পৃথিবীর দ্বারা পিতাকে বর্ণনা করা যায় না। পিতা হলেন ভগবানের সমস্ত শারীরিক পূর্ণতা, এবং নশ্বর দৃষ্টিতে অদৃশ্য।

পুত্র হল ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা প্রকাশিত। [...]

স্বর্গে আরোহণের পর খ্রীষ্ট যে সান্ত্বনাদাতাকে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি হলেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতায় আত্মা, যারা খ্রীষ্টকে ব্যক্তিগত পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করে এবং বিশ্বাস করে তাদের সকলের কাছে ঐশ্বরিক অনুগ্রহের শক্তি প্রকাশ করে। স্বর্গীয় ত্রয়ী তিনটি জীবিত ব্যক্তি আছে; এই তিনটি মহান শক্তির নামে -- পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা -- যারা জীবিত বিশ্বাসের মাধ্যমে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে এবং এই শক্তিগুলি স্বর্গের বাধ্য প্রজাদের সাথে তাদের খ্রীষ্টে নতুন জীবন যাপনের প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করবে।"